79

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 0 ? DEC 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ......

ভোলা সদর থানা এখন নিরক্ষরমুক্ত। নিরক্ষরতা মুক্তি আন্দোলনের চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী বয়স্ক শিক্ষার্থীবৃন্দ

ভোলা সদর থানা নিরক্ষর মুক্ত

মোড়ল নজরুল ইসলাম ॥ গত ৬ই ডিসেম্বর '৯৫ ভোলাবাসীর জন্য একটি অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনে ভোলা নিরক্ষরতা মুক্তি আন্দোলন-এর নূতন মাইল ফলক রচিত হইল—ভোলা সদর থানা নিরক্ষরতা মুক্ত ঘোষণার মধ্য দিয়া। ভোলা নিরক্ষরতা মুক্তি আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক

(১১শ পৃঃ ৯ এর কঃ দ্রঃ)

ভোলা সদর

(১ম পৃঃ পর)

ও রূপকার পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাজাহান ঐদিন ভোলায় আয়োজিত এক সাংবাদিক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে ৪১৩ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ভোলা সদর থানাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করিয়া বলেন, আজ ভোলাবাসীর জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। রাজনীতির উর্ধে থাকিয়া দলমত নির্বিশেষে ভোলার জনগণ নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত হইয়া ইতিহাস সৃষ্টি করিল। উন্মোচিত হইল গণশিক্ষা কার্যক্রমের এক 'নব দিগন্ত'। এই প্রসঙ্গে তিনি আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদের সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, ভোলাস্থ জাতীয় বন্ধুজন পরিষদ, স্থানীয় প্রশাসন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও নানা ভাবে সহযোগিতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, আগামীতে সমগ্র ভোলাকে গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা হইবে। সাংবাদিক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রধান ব্যবস্থাপক স্থানীয় জেলা প্রশাসক রফিকুল ইসলাম, পুলিশ সুপার, টিএনও, পৌর চেয়ারম্যান, স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রধান প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

ভোলা সদর থানার ১৩টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার মোট জনসংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষের বেশী। শিক্ষিতের হার ছিল ২৫ দশমিক ৮ ভাগ। মোট নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫ হাজার (১১ হইতে ৪৫ বছর)। তন্মধ্যে ৫২ হাজার পুরুষ ও ৫৩ হাজার মহিলা। গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় গত পহেলা জুলাই '৯৫ হইতে। থানার ৪ হাজার ৬১৯টি শিক্ষা কেন্দ্রে ১১ হইতে ৪৫ বছর বয়সের লক্ষাধিক নিরক্ষর লোকের গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় পাঠদান করা হয়। থানার শিক্ষক, যুবক, ছাত্র-ছাত্রী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা গণশিক্ষা কেন্দ্রে অবৈতনিক শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। গত ৬ই ডিসেম্বর গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রে যাহাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী হাজির থাকেন তাহার জন্য স্থানীয় প্রশাসন সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ভোলা সদর থানার বিভিন্ন স্তরের লোকদের সহিত আলোচনাকালে তাহাদের মধ্যে গণশিক্ষা কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পরিলক্ষিত হয়। ৪৫ বছর পর্যন্ত বয়সসীমা নির্ধারণ থাকিলেও অনেক পঞ্চাশোর্ধ বৃদ্ধ ও শিশু কর্মসূচীতে অংশ নেয়। যাহারা কোনদিন স্বরে অ, আ,...উচ্চারণ করার কথা ভাবিতে পারে নাই—তাহারা নিজের নাম-ঠিকানা লিখিতেছে। অগণিত নিরক্ষর মানুষের অক্ষর জ্ঞানের এই দুর্লভ অনুভূতি গত ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা হইতে আগত ডজনখানেক জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকগণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। স্থানীয় প্রশাসন হইতে বলা হইয়াছে, সাক্ষরতা অর্জনের হার শতকরা ৯০ ভাগ। সার্বিকভাবে অর্জিত সাফল্য ৯৬ ভাগ। ইহা তাহাদের আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন তথ্য। তবে প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা কিছু কম হইবে। তবে প্রশিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব, শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়াছে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকেন্দ্র ত্যাগের হার (ড্রপ আউট) কম নয়। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব রহিয়াছে। এ ব্যাপারে কর্মসূচীর পৃষ্ঠপোষক মোশাররফ হোসেন শাজাহানের কথা: ব্যাপক জনগোষ্ঠীর নিরক্ষরতার মুক্তি আন্দোলন অত্যন্ত দুরূহ। তবুও যে সফলতা অর্জিত হইয়াছে তাহা কম নয়। ভবিষ্যতে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা হইবে। তিনি গণশিক্ষা কার্যক্রমে সরকারী সহযোগিতা কামনা করিয়া বলেন, গণশিক্ষার ক্ষেত্রে ভোলায় যে অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে তাহা অনুকরণযোগ্য।

ভোলা সদর থানার গণশিক্ষা কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে রহিয়াছে উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এই অধিদপ্তর হইতে উপকরণসহ মোট ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার সরঞ্জামও অর্থ সহযোগিতা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষকগণ কোন সম্মানী নেন নাই।